ঋত কী?

বৈদিক যুগেতে অনেক দার্শনিক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে সমগ্র বিশ্ব জগৎ এক অমোঘ নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত, বিশ্বজগৎ আসলে এক নৈতিক জগৎ, যেখানে উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে রয়েছে এক অমোঘ ও নৈতিক শক্তি। বৈদিক যুগে এই অলঙ্ঘনীয় নৈতিক শক্তি বা নিয়মকে বলা হয় 'ঋত'।

বৈদিকের ঋত মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' নামে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'অদৃষ্ট' নামে পরিচিত, যা সকল বস্তু ও ঘটনার নিয়ামক। এই নিয়ম ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ বা কর্মনীতি নামে পরিচিত, এই অমোঘ নৈতিক নিয়মকে দেবতারাও লঙ্ঘন করতে পারেন না।

বৈদিকের ঋষিরা বিশ্বাস করতেন একটি নৈতিক নিয়ম আছে যা কেবল সকল লৌকিক ঘটনা সম্বন্ধেই নয়, সব মানুষেরই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এবং তাদের নৈতিক জীবনের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদিক যুগে মানুষের নৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ঋতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করা এবং তা করা হত যজ্ঞের মাধ্যমে।

ঋত একটি নীতি এবং এ সত্যের নীতি, এই নীতির অনুকূলে বিশ্বজাগতিক নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জলবায়ু ও সকল প্রাণী এই নিয়মের অধীন। বৈদিক ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন যে - প্রকৃত অর্থে, মানবলোক, দেবলোক, প্রাকৃতিক জগতে যদি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি নীতি থাকে এই নীতি হল বিশ্বজাগতিক নৈতিকশৃঙ্খলার নৈতিক মূলে ঋত সকল কিছুর নিয়ামক। ঋত সর্বত্র অনিবার্য, যদি স্বাভাবিক আচরণই নয়, দেবতাদের কাছেও বলে যে আচরণ করা হয় তার নিয়ামক ও প্রভুই ঋত। তাই তাদের প্রাণের মধ্যে দিয়েও অনিবার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাচীন পারসিক ধর্মগ্রন্থের দার্শনিক জরাথুস্ট্রের দর্শনে একই শব্দ পাওয়া যায় যাকে 'অশ' বলা হয়েছে। 'Rita = Arta = Areta = Asha' — ঋত শব্দের এই রীতি গ্রন্থে পাওয়া যায় পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' তে। ঋত শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায় সংরক্ষণে, উপনিষদের মানবজাতির জন্য জীবনে সত্য ও ন্যায় আচরণ কর্তব্য। তাই ঋত সনাতন ধর্ম সত্য, চিরকালীন, সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়ম (ঋত) সত্যেরই প্রকাশ যা নিত্যকালের ও প্রাকৃতিক-গৃহীত হলে ধর্ম হয়। ঋত বা সত্য সামাজিক ভাবে সমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলার সহায়ক।

-ভাববাদী মনোভাব ও আত্মার নৈতিক নিয়ম বিশ্বাস মানবের

-মানবতাবাদী চিন্তাবিদ আশাবাদী (optimist) হন। তাঁরা বিশ্বাস করেন-

-মানুষের উন্নতির কোনো সীমা নেই — অগ্রগতির

পথে মানুষের প্রকৃতি বদলায়, মানুষের নৈতিক বিকাশ ঘটে

-মানুষের সামাজিক প্রগতিতে বিশ্বাসী'